ভোরের কাগজ

তারিখ ... 25 NOV 1997 ... ...
পৃষ্ঠা · ৭ · কলাম · ২ ...

শিক্ষক স্বল্পতা ॥ প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রীর অভাব

সীতাকুণ্ডের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে

মোহাম্মদ সেলিম, সীতাকুণ্ড থেকে : শিক্ষক স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব, শ্রেণীকক্ষের সঙ্কট, ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল ভবন, ছাত্রসংখ্যা হ্রাস, শিক্ষকদের অনুপস্থিতি ও দায়িত্ব পালনে অপারগতাসহ নানা সমস্যায় সীতাকুণ্ডের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

সীতাকুণ্ড থানায় ৭৩টি সরকারি, ১০টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি, আটটি আন রেজিস্টার্ড বেসরকারি, আটটি কমিউনিটি, একটি কিন্ডারগার্টেন, ১০টি স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমানে আরো ১০টি স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে।

এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৬,৯৬০ জন। শিক্ষক আছেন মাত্র ৩৮৫ জন। তার মধ্যে দুজন প্রধান শিক্ষক ও আটজন সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। সে অনুপাতে ১২৬ জন ছাত্রের জন্য শিক্ষক আছেন মাত্র একজন। সদর স্কুলগুলোর চেয়ে পল্লী এলাকায় ছাত্র অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা আরো কম। পল্লী এলাকায় তিন-চারজন শিক্ষক দিয়ে ৫/৬০০ ছাত্রছাত্রীর ক্লাস করানো হয়। এ অবস্থায় লেখাপড়ার চরম অবনতি ঘটছে।

বেশির ভাগ সরকারি ও সৌদি অনুদানে নির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। অফিস কক্ষগুলোতে বসার চেয়ার-টেবিল খুবই অপ্রতুল। কাগজপত্র রাখার কোনো আলমারি নেই। শ্রেণীকক্ষের তিনজনের একটি বেঞ্চে পাঁচ-ছয়জন বসে। অনেকের বসার আসন মেলে না। দাঁড়িয়ে বা ফ্লোরে বসে ক্লাস করতে হয় শিক্ষার্থীদের।

সীতাকুণ্ডের পাঁচটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩,৬৬০ জন ছাত্রছাত্রী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। যেকোনো মুহূর্তে এদের ছাদ বসে ঘটতে পারে বড়ো ধরনের প্রাণহানি। বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে ভাটিয়ারি, কুমিরা, মান্দারী টোলা, সাদেক মোস্তান ও নুনাছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তিন-চার দশক আগে প্রতিষ্ঠিত এসব স্কুলের ছাদের কংক্রিট ও আস্তর ভেঙে পড়ছে দীর্ঘদিন থেকে। এতে মাঝেমধ্যে ছোট খাটো দুর্ঘটনাও ঘটে বলে জানা গেছে। ছাদে বড়ো বড়ো ফাটল দেখা দিয়েছে।

এখানকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য (শিবিখা) কর্মসূচির প্রকল্পভুক্ত, সৈয়দপুর, বারৈয়াঢালা ও মুরাদপুর ইউনিয়নের ৬৭টি স্কুল রয়েছে। এ বছরের জুলাই থেকে শিবিখা কর্মসূচি স্থগিত হওয়ায় এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকহারে কমে গেছে। বর্তমানে এখানে ৬-১০ বছর বয়সের শতকরা ৪০ জন শিশুর অভিভাবকরা দারিদ্র্যের জন্য এদের স্কুলে পড়াতে পারছে না। পল্লী এলাকার স্কুলগুলোতে শিক্ষাদানের পদ্ধতি অত্যন্ত নিম্নমানের। তাছাড়া এসব এলাকার কোনো কোনো শিক্ষক স্কুলে যথারীতি উপস্থিত থাকেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মস্থলে অনিয়মিত বা বিলম্বে উপস্থিত হলেও হাজিরা খাতায় তা স্বাভাবিক থাকে।

এদিকে এ বছরের এপ্রিল থেকে থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রথম থেকে সহকারী শিক্ষা অফিসারের পদ শূন্য থাকায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। যদি মাঠ পর্যায়ের বিরাজমান সমস্যাদি চিহ্নিত না করে এবং সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি মোটেও সফলতার মুখ দেখতে পারবে না বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।